Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪৭তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২১
protiva.ahlehadeethbd.org

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৭তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২১

◆ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

◆ **সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

◆ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

◆ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মীযানুর রহমান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - পিতা-মাতাকে সম্মান করো ০২
- **কুরআনের আলো** ০৪
- **হাদীছের আলো** ০৫
- **প্রবন্ধ** ০৬
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা ০৬
  - ভালো কাজের প্রতিযোগিতা ১৪
- **হাদীছের গল্প**
  - ওহোদ যুদ্ধ ১৭
- **এসো দো‘আ শিখি** ১৯
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ২১
- **ভ্রমণ স্মৃতি**
  - প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন ২২
- **কবিতাগুচ্ছ** ২৯
- **রহস্যময় পৃথিবী** ৩০
- **একটু খানি হাসি** ৩২
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ৩৩
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৪
- **প্রাথমিক চিকিৎসা** ৩৫
- **ভাষা শিক্ষা** ৩৬
- **কুইজ** ৩৭
- **নীতিমালা** ৩৯

পিতা-মাতাকে সম্মান করো

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো' *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৩)*।

সোনামণিরা! একটু চিন্তা করে দেখ, তোমরা পৃথিবীতে কিভাবে আসলে? তোমরা কি কোন মাধ্যম ছাড়া এমনিতেই এসেছ? তোমাদের জন্য কারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেন। কারা দিন-রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তোমাদের মুখে খাবার তুলে দেন। তোমাদের ছোট ভাই-বোনকে কারা সর্বাধিক আদর করেন। তোমাদের রোগ-বালাই ও এক্সিডেন্টে কাদের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। আবার তোমাদের হাসিমুখ দেখে কারা আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেন। তারা অন্য কেউ নয়, তারা হলেন তোমাদের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ তথা পিতা-মাতা। যাদের কোলে-পিঠে চড়ে বড় হয়েছ এতদিন, তারা কি অসম্মানিত হতে পারে কোনদিন?

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্র কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহ্র ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে *(মাসিক আত-তাহরীক ২০/৭ এপ্রিল '১৭, পৃ. ৩)*।

ছোট্ট অসহায় সন্তানকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে তিলে তিলে বড় করে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতাই গ্রহণ করেন। জগতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দু'জন বিশ্বস্ত মানুষ একজনের জন্য কত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার হিসাব কে রাখে? যার জন্য এতো দৌড়াদৌড়ি, এতো চেষ্টা-প্রচেষ্টা, এতো ত্যাগ সে হল আদরের সন্তান। আর যে দু'জন নিঃস্বার্থ মানুষের এতো মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালবাসা তারা হলেন পিতা-মাতা। গর্ভে ধারণ ও দুধ পান থেকে শুরু করে মা সন্তানের জন্য অতুলনীয় কষ্ট করেন এবং পিতা সর্বোচ্চ পরিশ্রমের মাধ্যমে স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য পৃথিবীর সর্বাধিক সম্মান পাওয়ার হকদার পিতা-মাতা। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(নিসা ৪/৩৬)*।

তবে পিতা-মাতার শরী'আত বিরোধী আদেশ পালন করতে সন্তান বাধ্য নয় *(লোকমান ৩১/১৫)*। যেহেতু পিতা-মাতা মানুষের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা পাওয়ার হকদার সেহেতু তারা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর *(বুখারী হা/৩১৮৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মা মুশরিক ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বাজে কথা বলতেন যা আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে কষ্ট দিত। এরপরও তিনি তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেন এবং তার জন্য দো'আ করতেন। একদা তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার জন্য দো'আ চান। তিনি দো'আ করলে আবু হুরায়রার মা ইসলাম গ্রহণ করেন *(মুসলিম হা/২৪৯১)*।

পিতা-মাতার সেবা জিহাদের গমনের চাইতেও উত্তম। তাদের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। তাই জান্নাত পেতে হলে তাদের উভয়কে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। জাহেমা আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলাম জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য। তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নিচে *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/২২০২)*।

পিতা-মাতা উভয়ই সন্তানের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র। পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহ্র ক্রোধ *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭)*। আবার মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক। এজন্য জনৈক ছাহাবীর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) পরপর তিনবার মায়ের সেবার কথা বলেছেন। অতঃপর পিতার এবং রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণের *(বুখারী হা/৫৯৭১)*।

আত্মীয়দের মধ্যে সর্বঘনিষ্ট হলেন পিতা-মাতা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারে আয়ুতে ও রূযীতে বরকত বৃদ্ধি পায়। তাদের সেবা বিপদ মুক্তির অন্যতম অসীলা। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য হল তাদের ঋণ পরিশোধ করা, অছিয়ত পূর্ণ করা ও মীরাছ বণ্টন করা। অতঃপর তাদের জন্য দো'আ করা, ছাদাক্বা করা ও ইলম বিতরণ করা। তারপর তাদের বন্ধু-বান্ধবী এবং চাচা-মামা ও খালা-ফুফুর সাথে যথাসাধ্য সম্মান বজায় রাখা।

অতএব সোনামণিরা! সুন্দর সমাজ গঠনে পিতা-মাতাকে যথাযথ সম্মান করো। তাহলে তোমরাও সম্মানিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

পরোপকারীর মর্যাদা

১. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا -

১. 'তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও নয়' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*।

২. فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ-

২. 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলতঃ সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্যে দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্য্যশীল' *(তাগাবূন ৬৪/১৬-১৭)*।

৩. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

৩. 'আর ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহ্র কাছে পাবে উহাকে উৎকৃষ্টতর এবং প্রতিদান হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

৪. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ-

৪. 'এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান' *(হাদীদ ৫৭/১১)*।

পরোপকারীর মর্যাদা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعاً، وَلأَنْ أَمْشِىَ مَعَ أَخِى الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُّمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رِضًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَّشَى مَعَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(১) আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। (২) আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। তিনি বলেন, (৩) আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তেকাফ করার চেয়েও প্রিয়। (৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা দমন করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন। তিনি বলেন, (৬) সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনি মানুষের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দেয়' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহাহ হা/৯০৬)*।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

৫টি নীতিবাক্য

'সোনামণি' সংগঠনের রয়েছে ৫টি নীতিবাক্য, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ণিত হয়েছে। যথা-

(১) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(২) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(৩) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(৪) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(৫) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

এগুলো অনুসরণ করলে শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণীর মানুষের চরিত্র উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে নীতিবাক্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।-

(১) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি : এর অর্থ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে দৃঢ়ভাবে ভরসা করা (গঠনতন্ত্র, পৃ. ১৩)।

সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এটি মুমিন-মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যমও বটে। কারণ কোন কাজই তাঁর উপর যথাযথ ভরসা ছাড়া সুন্দররূপে সম্পাদিত হয় না। আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে তিনি কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ। 'অতঃপর যখন তুমি কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আল্লাহ্র উপর ভরসায় নবী-রাসূলগণ

আল্লাহ্র উপর ভরসার ব্যাপারে নবী-রাসূলগণ আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

রেখে গেছেন। যেমন-

(১) হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে না পেয়ে হিংস্র কুরায়েশরা চারিদিকে অনুসন্ধানী দল পাঠায়। সেই সাথে তারা ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে বা দু'জনের কাউকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা এক সময় ছওর গিরিগুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে। এ সময়কার অবস্থা আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন এভাবে যে, 'গুহায় থাকা অবস্থায় আমি আমাদের মাথার উপরে তাদের পাগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তাদের কেউ নিচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে তার পায়ের নিচে দেখতে পাবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন ধারণা করছ কেন? আল্লাহ আছেন তৃতীয় হিসাবে' *(বুখারী হা/৩৬৫৩; মিশকাত হা/৫৮৬৮)*।

রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ঐ সময়ের ঐ নাযুক অবস্থায় لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا *অর্থাৎ চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন* (তওবাহ ৯/৪০), এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে কায়মনোচিত্তে নিজেকে আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করে দেন। শুধু দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সংকটকালে আরও কয়েকবার বলেছেন। ...সবচেয়ে বড় কথা, সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গুহা মুখে পৌঁছেও তারা গুহার মধ্যে খুঁজল না, এমনকি নিচের দিকে তাকিয়েও দেখল না। তাদের এই মনের পরিবর্তনটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছিল সরাসরি গায়েবী মদদ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মো'জেযা। *[মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬), পৃ. ২৩০]*

এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসার তাৎক্ষণিক ফল।

(২) এক সফরে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এক মরু উপত্যকায় বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেন। নবী করীম (ছাঃ) একটা গাছে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়েন। ছাহাবীরাও যে যার মত ছায়াদার গাছ দেখে বিশ্রামে মশগুল হয়ে পড়েন। হঠাৎ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর গলার আওয়াযে তারা ঘাবড়িয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে দেখেন তাঁর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে

আছে, আর তার পাশে একটা তরবারি পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের বললেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এই লোকটা তরবারি হাতে করে আসে। আমি জেগে দেখি, সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম তার হাতে তরবারির খাপ খোলা। সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দ্বিতীয়বার সে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এবার সে তরবারিটা খাপে পুরে ফেলল। এখন তো তাকে দেখছ, সে বসে পড়েছে' *(মুসলিম হা/৮৪৩)*।

(৩) ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতে অহংকারী নমরূদসহ তাঁর জাতি জ্বলে উঠেছিল। তারা তাঁকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁকে পোড়ানোর জন্য বড় একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ জমা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। আগুন যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার লেলিহান শিখা বিস্তার করতে থাকে, তখন তাকে সেখানে নিক্ষেপ করা হল *(ছাফফাত ৩৭/৯৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি বলেছিলেন حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*, (বুখারী হা/৪৫৬৩)। আল্লাহ্র উপর ভরসার কারণে সাথে সাথে তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা এল, يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপর শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*।

(৪) ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পান, তখন তাঁর অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্র কোন মহতী পরিকল্পনা নিহিত আছে এবং নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না।

অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের জনমানবহীন ভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আঃ) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে আসতে লাগলেন। আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে আল্লাহ্র উপর অটল বিশ্বাস ও দৃঢ়

মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, إِذَنْ لاَيُضَيِّعُنَا اللهُ 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়। এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা, জিব্রীলের পায়ের গোড়ালি বা তার পাখার আঘাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আলাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরীল। বলে উঠলেন, 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহ্র ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্বর পুনর্নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না'। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। এভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসার ফল তিনি তৎক্ষণাৎ পেয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করলেন।

(৫) মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীদের অন্যমত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিভাবে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর জাতিকে তাঁর উপর ভরসা করতে হুকুম দিয়েছিলেন সে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন এভাবে, 'আর মূসা (তার নির্যাতিত কওমকে সান্ত্বনা দিয়ে) বলল, হে আমার কওম! যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাক, তাহলে তাঁর উপরেই তোমরা ভরসা কর। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক' *(ইউনুস ১০/৮৪)*।

মূসা (আঃ) যখন বনু ইসরাঈলকে নিয়ে অত্যাচারী ফেরাঊন ও তার কওম থেকে পলায়ন করছিলেন তখন খবর জানতে পেরে ফেরাঊন তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল। মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের সামনে ছিল সমুদ্র ও পিছনে ছিল ফেরাঊনের বাহিনী। ঐ সময় তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসায় কেমন অটল ছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) বলল, 'আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম'। তখন মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন।

অতঃপর আমরা মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা সেখানে অপরদলকে (অর্থাৎ ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনীকে) পৌঁছে দিলাম এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম' *(শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)*।

তাই কোন কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আরম্ভ করলে তিনি বান্দার জন্য সেটা সহজ করে দিবেন। তবে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করত সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার নাম আল্লাহ্র উপরে ভরসা নয়। বরং সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী বৈধ পথে কাজ করা এবং ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত করার নাম আল্লাহ্র উপর ভরসা।

নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক পার্থিব উপায়-উপকরণ অবলম্বনের দৃষ্টান্ত

নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্র উপর সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী। তা সত্ত্বেও তিনি বহুক্ষেত্রে জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন তাঁর উম্মতকে একথা বুঝানোর জন্য যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় *[মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, আল্লাহ্র উপর ভরসা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০১৬), পৃ. ১৪]* যেমন-

(১) ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটার পর একটা করে দু'টো বর্ম গায়ে দিয়েছিলেন। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ- 'ওহোদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি বর্ম পরে জনসমক্ষে এসেছিলেন' *(আহমাদ হা/১৫৭৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্যও যুদ্ধের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০২৮)*। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয় দিবসে যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল' *(বুখারী হা/৪২৮৬)*।

(২) হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথপ্রদর্শক হিসাবে বনু দীল গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত লায়ছী কে সাথে নিয়েছিলেন, যে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যাত্রাপথে কোন পদচিহ্ন যাতে না থাকে তিনি সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। তিনি যাত্রার জন্য এমন সময় বেছে নিয়েছিলেন যখন লোকজন

সাধারণতঃ সজাগ থাকে না। আবার জনগণ সচরাচর যে পথে চলাচল করে তিনি তা বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিজরতের দিন ভরদুপুরে একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসেন, যে সময় সাধারণতঃ কেউ বের হয় না *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পূর্বোক্ত পৃ. ২২৬,২৩৩)*।

সাধ্যমত উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করার ফল

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, তাওয়াক্কুলের জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও কাজের পথ অবলম্বন অপরিহার্য। কিন্তু কোন বাস্তব উপায় অবলম্বন না করে কাজে বেরিয়ে পড়ার নাম তাওয়াক্কুল নয়। নিম্নের ঘটনা থেকে সোনামণিরা বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়ামানবাসীরা হজ্জ করতে আসত কিন্তু পথখরচ আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী। তারপর যখন তারা মক্কায় পৌঁছত তখন মানুষের কাছে হাত পাতত'। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى 'আর (হজ্জের জন্য) তোমরা পাথেয় সাথে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হল আল্লাহভীতি' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭) (বুখারী হা/১৫২৩; মিশকাত হা/২৫৩৩)*।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে (আমার উষ্ট্রীটাকে) বেঁধে রেখে (আল্লাহ্র উপর) ভরসা করব, না কি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ভরসা করব? তিনি বললেন, আগে বেঁধে রাখো, তারপর ভরসা কর' *(তিরমিযী হা/২৫১৭)*।

আল্লাহ্র উপর ভরসার ফল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা' *(আলে ইমরান ৩/১২২, ১৬০)*। এছাড়াও কুরআন মাজীদের সূরা ইবরাহীম ১৪/১১; মুজাদালাহ ৫৮/১০; তাগাবুন ৬৪/১৩; মায়েদাহ ৫/১১ ও তওবাহ ৯/৫১ আয়াতসহ অনেক আয়াতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'মুমিন তো তারাই যখন তাদের নিকট আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর কম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন ঈমান বেড়ে যায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

(ক) অজানা উৎস হতে রিযিক লাভ : তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা করার ফলাফল সুদূর প্রসারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। তিনি তাকে অজানা উৎস থেকে রিযিক দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাপ ঠিক করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَاناً 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাখপাখালির মতই জীবিকা দিতেন। তারা ভোরবেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪)*।

(খ) বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ : যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তাদের প্রতিদান বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে' *(বুখারী হা/৬৪৭২)*।

অপর হাদীছে এসেছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার সামনে (বিভিন্ন নবীর) উম্মতকে তুলে ধরা হল। এক এক করে একজন বা দু'জন নবী অতিক্রম করলেন; তাদের সাথে ছিল একটি (ক্ষুদ্র) দল। আবার কোন নবীর সাথে একজনও ছিল না। এমন করতে করতে আমার সামনে একটা বড় দল তুলে ধরা হল। আমি বললাম, এরা কারা? এরা কি আমার উম্মত? বলা হল, এরা মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত। আমাকে বলা হল, আপনি দিগন্তের দিকে তাকান। দেখলাম, একটা দলে দিগন্ত ভরে গেছে। আবার বলা হল, আপনি আকাশের এদিকে ওদিকে তাকান। তখন দেখলাম, আকাশের সবগুলো কোণ লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। আমাকে বলা হল, এরাই আপনার উম্মত। এদের মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক কোন হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছাহাবীদের নিকট না বলেই বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। তখন উপস্থিত লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল-আমরাই তো তারা, যারা

আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেছি; সুতরাং আমরাই তারা। কিংবা আমাদের সন্তানেরা হবে, যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বলাবলির এ কথা পৌঁছলে পরে তিনি বাইরে এসে বললেন, তারা ঐ সকল লোক যারা (রোগ-ব্যাধিতে) মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না (আগুনের দাগ দিয়ে চিকিৎসা করে না) এবং তাদের রবের উপরেই কেবল ভরসা করে। তখন উকাশা ইবনু মিহছান নামক এক ছাহাবী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি তাদের একজন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, এ বিষয়ে উকাশা তোমার থেকে এগিয়ে' *(বুখারী হা/৫৭০৫; মুসলিম হা/২২০)*।

(গ) শয়তান থেকে আত্মরক্ষা : যারা আল্লাহ্র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা করতে পারেন শয়তান তাদের থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'গোপন সলাপরামর্শ তো কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যাতে মুমিনরা কষ্ট পায়। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুম না হলে সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর মুমিনদের কর্তব্য তো আল্লাহ্র উপর ভরসা করা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' (আল্লাহ্র নামে বের হলাম, আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা এবং নেকীর কাজ করার কোনই উপায় নেই')। তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমার নিরাপত্তা মিলেছে। আর শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায়' *(তিরমিযী হা/৩৪২৬)*।

(ঘ) মানসিক প্রশান্তি লাভ : আল্লাহ্র উপর ভরসার মাধ্যমে নিজের সম্মান ও মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। একজন মুসলমান যখন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তার কাজ-কর্ম আল্লাহ্র হাতে সঁপে দেয় তখন সে নিজের মাঝে ইয্যত ও সম্মান অনুভব করতে পারে। কেননা সে তো মহাসম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছে। একইভাবে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও সে বেঁচে যায়। কেননা সে ঐশ্বর্যময় আল্লাহ্র ধনে ধনী। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে (আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট)। কেননা আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৪৯)*।

[চলবে]

ভালো কাজের প্রতিযোগিতা

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করা মুমিনের একটি মহৎ গুণ। এ গুণটি যিনি যত বেশি অর্জন করতে পারবেন তিনি তত বেশি আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত হবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সবমসয় ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ। 'তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬)*। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন। যা পান করে মুমিন হৃদয় সিক্ত হবে। সুতরাং জান্নাতের এই অমিও সুধা পান করার সদিচ্ছা নিয়ে প্রত্যেক মুমিনকে খালেছ অন্তরে ভাল কাজের প্রতিযোগিতা করতে হবে। নিম্নে ভাল কাজের প্রতিযোগিতার কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দানের প্রতিযোগিতা

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভালো কাজের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তারা নেকী ও কল্যাণের কাজে সর্বদা প্রতিযোগিতা করতেন। আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছাঃ)-এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী তার কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধন সম্পদের মালিকেরা তো সব ছওয়াব নিয়ে নিচ্ছে। কেননা আমরা যেভাবে ছালাত আদায় করি তারাও সেভাবে আদায় করে। আমরা যেভাবে ছিয়াম পালন করি তারাও সেভাবে ছিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে ছওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদেরকে এমন অনেক কিছু দান করেননি যা ছাদাক্বাহ করে তোমরা ছওয়াব পেতে পার? আর তা হল প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহা-নাল্লা-হ) একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলা একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক ভাল কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি ছাদাক্বাহ' *(মুসলিম হা/১০০৬)*।

তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ 'যে ব্যক্তি জায়শুল উসরাহ্র প্রস্তুতিতে দান করবে, তার জন্য জান্নাত' *(বুখারী হা/২৭৭৮)*। উক্ত হাদীছ শোনার পর মুসলমানদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

ওমর (রাঃ) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। তখন আমার নিকটে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, দানের প্রতিযোগিতায় আজ আমি আবুবকরের উপরে জিতে যাব। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেন, পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুরূপ পরিমাণ। এ সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবু বকর! তোমার পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ 'তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি'। ওমর বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আর আমি কখনোই তাঁর উপরে জিততে পারব না' *(তিরমিযী হা/৩৬৭৫; মিশকাত হা/৬০২১)*।

ওছমান গণী (রাঃ) ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলো যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোলের উপরে তিনি ঢেলে দেন, তখন রাসূল (ছাঃ) সেগুলো উল্টে-পাল্টে বলতে থাকেন, مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدِّدُهَا مِرَاراً 'আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু 'আফফানের (অর্থাৎ ওছমানের) কোন ক্ষতিসাধন করবে না'। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন' *(তিরমিযী হা/৩৭০১)*।

যুদ্ধে যেতে না পারায় কান্না

ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তাই তাঁরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। কোন কারণে যুদ্ধে যেতে না পারলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন। অনেক সময় কান্নায় ভেঙে পড়তেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার নিকট আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে' *(তাওবা ৯/৯২)*।

নেক কাজ ছুটে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একাকী ছালাতের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৭ গুণ ছওয়াব বেশি' *(বুখারী হা/৬৪৫)*। সালাফে ছালেহীন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর না পেলে ৩ দিন শোক প্রকাশ করতেন। আর জামা'আত ছুটে গেলে ৭ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন *(মির'আত ৪/১০২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৩)*।

ভালো কাজে অগ্রসর হওয়া ঈমানের দাবী

প্রত্যেক মুমিনের উচিত ভালো কাজের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। কারণ এ পথেই রয়েছে মহান প্রতিপালকের ক্ষমা এবং চির সুখের স্থান জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান

একজন মুমিন নিজে যেমন ভালো কাজ করবে, তেমনি অন্যকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করতেন। রাবী'আহ ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর জন্য ওযূ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য পানি আনলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচার্য লাভ করতে চাই।' তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র কাম্য। তিনি বললেন, তুমি বেশি বেশি করে সিজদা করে আমাকে সাহায্য কর' *(মুসলিম ৪৮৯; মিশকাত হা/৮৯৬)*।

তাই আসুন! আমরা ভালো ও কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত থেকে জান্নাতের পথ সুগম করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

ওহোদ যুদ্ধ

মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক, সূর্যমুখী শাখা, মারকায, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমরা কাফেরদের মুখোমুখী হলে নবী (ছাঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ)-কে তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্দিষ্ট এক স্থানে) মোতায়েন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে নড়বে না। আর যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে, তবুও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলারা দ্রুত দৌড়ে পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা পায়ের গোছা থেকে কাপড় টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলঙ্কারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজরা) বলতে লাগলেন, গণীমত-গণীমত! তখন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তোমরা যাতে এ স্থান ত্যাগ না কর এ ব্যাপার নবী (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হল এবং তাদের সত্তর জন শহীদ হলেন। যুদ্ধ শেষে মাক্কী বাহিনী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ করে। প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান ওহোদ পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি'? 'তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার বেটা (আবুবকর) আছে কি'? 'তোমাদের মধ্যে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আছে কি'? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তার কথার জবাব দিয়ো না। তিনবার করে বলার পর জবাব না পেয়ে সে বলে উঠল, নিশ্চয়ই তারা নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে তারা জবাব দিত। তখন ওমর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি (উচ্চৈঃস্বরে) বললেন, 'রে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন'। জবাবে আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, 'হোবল দেবতার জয় হৌক'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওর কথার জবাব দাও। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি বলব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, 'আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানিত'। আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমাদের জন্য 'উযযা দেবী

রয়েছে, তোমাদের 'উযযা নেই'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক। আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই'। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, 'আজকের দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ। নিশ্চয়ই যুদ্ধ হ'ল বালতির ন্যায়'। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো একদল জয়ী হয়, কখনো অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজনে টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজনে *(বুখারী হা/৪০৪৩)*।

শিক্ষা :

১. যেকোন মূল্যে নেতার নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং লোভ বর্জন করতে হবে।
৩. যুদ্ধে জয়-পরাজয় অবশ্যম্ভবী।

(২)

জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, ওহোদ যুদ্ধের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঋণ রেখে শাহাদাত লাভ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল (তিনি বলেন) তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিশাল ঋণ রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি তাই করলাম। এরপর নবী (ছাঃ)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা নবী (ছাঃ)-কে দেখলেন, তখন তারা আমার উপর আরো রাগান্বিত হলেন। নবী (ছাঃ) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গাদাটির চারপার্শ্বে তিনবার ঘুরে এসে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার আমানাত আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানাত আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবকটি গাদাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী (ছাঃ) যে গাধায় উপবিষ্ট ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি *(বুখারী হা/৪০৫৩)*।

শিক্ষা :

১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব সন্তানের।
২. বরকতের মালিক আল্লাহ।
৩. ঋণ পরিশোধের সদিচ্ছা থাকলে আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেন।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

কবরে লাশ রাখার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ وَعَلى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে, তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মিল্লাতের উপর রাখছি' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬১৫)। 'মিল্লাতি' এর স্থলে 'সুন্নাতি' বলা যায় *(আবুদাঊদ, মিশকাত ঐ।)*।

কবরে মাটি দেওয়ার নিয়ম :

কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লা-হ' বলে তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৫)*।

মাটি দেওয়ার সময় আমাদের দেশে প্রচলিত সূরা ত্ব-হার ৫৫ নং আয়াত 'মিনহা খালাক না-কুম...' যে দো'আ হিসাবে পড়া হয়, ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয়াতটি দো'আ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণ কখনো পড়েননি।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ-

উচ্চারণ : *আল্লা হুম্মাগফির লাহু, আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! (এ সময়) তাকে (ঈমানের উপর) দৃঢ় রাখ' *(আবুদাঊদ, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ২১৫)*।

উল্লেখ্য যে, দাফনের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাতের খেলাফ। এটা পাক ভারত উপমহাদেশে নব্য সৃষ্টি, যা পরিত্যাগ করা অতীব যরূরী *(আবুদাঊদ, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ২১৫)*।

কবর যিয়ারতের দো'আ :

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণ : *আসসালা-মু 'আলা আহ্লিদ্ দিইয়া-রি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন।*

অর্থ: 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে গেছে তাদের এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ দয়া করুন। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ' *(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ-২০১১, পৃ: ২১৩ হতে ২৫২ পর্যন্ত পাঠ করুন-লেখক)*।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণ : *আসসালা-মু 'আলাইকু আহলাদদিইয়া-রি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইন্না-ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূনা, নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিইয়াতা।*

অর্থ : 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে শীঘ্রই মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৭২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩৬-৩৯)।

প্রতিবেশীর প্রতি দয়া

মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

এক গ্রামে একটি বড় বট গাছ আছে। তাতে লটকানো আছে একটি বিশাল সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে কিছু কথা, তা নিম্নরূপ :

আমি ছালেহা নামের একজন বৃদ্ধা মহিলা। আমার বাড়ী কোয়ালী পাড়া গ্রামে। আমার কাছে ১০০ টাকা ছিল। টাকাটি আমি কিছু চাল কেনার জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু টাকাটি হারিয়ে গেছে। কেউ যদি টাকাটি পান তাহলে আমার ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ রইল।

ঐ বট গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটি কিশোর। তার নাম মাহমূদ। তার চোখ হটাৎ ঐ সাইনবোর্ডের দিকে গেল। সে লেখাটি পড়ে ভাবল, যদি আমি ১০০ টাকা না পেয়েও ঐ বৃদ্ধাকে ১০০ টাকা দেই তাহলে তার অনেক উপকার হবে।

সে উক্ত ঠিকানাটি নিয়ে বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে দরজায় সালাম দিল। বৃদ্ধাটি সালামের জবাব দিয়ে দরজা খুলে বললেন কে বাবা? তখন সে বলল, আমি আব্দুর রহমানের ছেলে মাহমূদ।

অতঃপর মাহমূদ বলল, আমি আপনার হারিয়ে যাওয়া ১০০ টাকা পেয়েছি। এই নিন আপনার টাকা।

বৃদ্ধা বললেন, বাবা এর আগে তোমার মতো আরো কয়েকজন এভাবে আমার কাছে ১০০ টাকা করে দিয়ে গেছেন। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার হারিয়েছে ১০০ টাকা। কিন্তু পেয়েছি অনেক টাকা। আমি এত টাকা নেব না। তবুও তারা জোর করে দিয়ে গেছেন। তুমি এখনই গিয়ে সাইনবোর্ডটি খুলে ফেল।

আমি তোমার প্রতি ও গ্রাম-বাসির প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি বুঝতে পারছি পৃথিবীতে এখনো ভালো মানুষ আছেন। আমি তোমাদের সকলের জন্য দো'আ করি। আর এটাই আমাকে পৃথিবীতে সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্য আশা যোগাবে।

শিক্ষা :

১. মানুষের প্রতি দয়াবান হতে হবে। তাহলে আল্লাহ আমাদের দয়া করবেন।

২. বেশি বেশি দান করতে হবে। আল্লাহ দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করেন এবং কৃপণকে ধ্বংস করেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন

মুহাম্মাদ আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি লবণাক্ত বনভূমি। দেশের তিনটি যেলা সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটের একাংশে অবস্থিত এ বনভূমি বিশ্বের সর্ববৃহৎ লবণাক্ত বনভূমি। সত্যি অসাধারণ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ সুন্দরবন যা প্রকৃতি প্রেমিকদের হাতছানি দেয়। ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তিদের জন্য সুন্দরবন অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। এটি ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ব ঐতিহ্য। যার সুনাম সুখ্যাতি সারা বিশ্ব জুড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে সুন্দরবনের এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতে। বইয়ের পাতায় সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়ে উঠেনি। তবে এবার অনেক কাছ থেকে দেখেছি।

সোনামণি কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর ২০২১ এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও সুন্দরবন। অন্যবারের তুলনায় এবার সোনাণিদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়াই তিনটি বাস ভাড়া করা হয়েছে। ১০ই মার্চ বুধবার আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে মাগরিব ছালাত আদায় করে আমরা 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের কাছ থেকে বিদায় নেই। এ সময় তিনি আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নছীহত প্রদান করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সুন্দরবন। তোমরা সেখানে শিক্ষা সফরে গিয়ে আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি দেখে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবনে তা বাস্তাবায়ন করবে। সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে তৎপর থাকবে।

স্যারের কাছ থেকে বিদায়ী নছীহত শ্রবণ করে আমরা সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে বাস চলে আসে। আমরা সফরের জন্য প্রয়োজনীয় রান্নার সামগ্রী, ব্যাগপত্র গুছিয়ে বাসের বক্সের মধ্যে রাখি।

পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আমরা ১০ই মার্চ রোজ বুধবার রাত ৯-টা ৫০ মিনিটে ৩টি 'রাব্বী এন্টারপ্রাইজ' বাস যোগে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের নেতৃত্বে ষাট গম্বুজ মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

যাত্রার শুরুতে সফরে যাওয়ার দো'আ পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু হয়। ১নং বাসের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, ২নং বাসের দায়িত্ব পালন করেন সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও ৩নং বাসের দায়িত্ব পালন করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

বাস চলছে আপন গতিতে। এ দিকে আমাদের বাসে একটি কাণ্ড ঘটে গেল। সাউন্ড বক্স সেট ও ব্যাটারী সহ সবকিছু নেওয়া হয়েছে; কিন্তু মাউথ স্পিকার নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে দায়িত্ব ছিল জাহিদের, হয়তোবা সে ব্যস্ততার মধ্যে বিষয়টি ভুলে গেছে। আমরা বানেশ্বর গিয়ে বাস থামালাম। সেখানকার একটি দোকান থেকে এক হাযার টাকা জামানত রেখে দুইশত টাকা ভাড়া দিয়ে একটি মাউথ স্পিকার নিলাম।

বাসে নেই কোন আনন্দ, নেই হাসি রস! থমথমে নীবর নিঃশব্দ বাস চলছে। সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ভাই বললেন, একি তোমরা সবাই চুপচাপ! আমি বললাম, ভাই কুইজের সমস্ত পুরস্কার ১নং গাড়িতে আছে। তিনি বললেন, বাস থামাতে বল। একটু পরে সবাই ঘুমিয়ে গেলে এ আনন্দ আর করতে পারবে না। কিছুদূর গিয়ে বাস আবারও থামানো হল। তিন বাসের জন্য আলাদা কুইজের পুরস্কার ভাগ করা হল। সময় কিছুটা নষ্ট হলেও আনন্দের হাসি ফুটল সকলের মুখে। বাসের মধ্যে আনন্দ ও মজার জন্য কুইজ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সেই সাথে কুইজের পুরস্কার অবশ্যই থাকা চাই, যা আমরা দেরিতে নয় প্রশ্নোত্তরের সাথে সাথেই প্রদান করে থাকি। বাস আবারও ছুটল আপন গতিতে। আমি কুইজ শুরু করলাম। আর পুরস্কার প্রদানের কাজে আমাকে সহযোগিতা করল, শহীদ ও যহূরুল ইসলাম।

লটারীতে অনেক বিষয় উল্লেখ করা আছে। যার যে বিষয় পড়বে সে তাই করবে ও শুনাবে। লটারী শুরু হয়ে গেল, সোনামণিরা বক্স থেকে লটারী তুলে নিজের বিষয় নিজেই নির্ধারণ করছে। কারো পড়ছে তেলাওয়াত, জাগরণী, কবিতা আবৃতি। আবার কারো পড়ছে, ল্যাংড়া, বোবা, অন্ধের অভিনয়। খুবই মজার বিষয়, বাসের মধ্যে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি হল। সোনামণিরা অনেক আনন্দ করছে। কারণ তাদের কাঙ্খিত পুরস্কার তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাচ্ছে। পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয় কমলা, গাজর, বরই, বিস্কুট, আমলকি, পেয়ারা, শসা, টমেটো, চকোলেট ইত্যাদি। এভাবে ৩টি বাসেই সোনামণির পুরস্কার জিতে আনন্দিত হয়।

আনন্দ আর হাসি দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম পাবনার রূপপুরে। তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত ১১-টা বেজে ৪৭ মিনিট। এখানেই তৈরী হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আমরা এখানে ১০ মিনিটের মত গাড়ি থামালাম। সোনামণিরা কেউ কেউ গাড়ির মধ্য থেকে কেউবা নিচে নেমে একনযর এটি দেখে নিল। যদিও চারদিকে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত তবুও পুরো বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভালোভাবে দেখা গেল না।

যাহোক রূপপুর থেকে আমরা আবারও পথ চলা শুরু করলাম। প্রায় ১ কিলোমিটার যেতেই আমাদের চোখে পড়ল একটি টোল প্লাজা। এখন পাড়ি দেব পদ্মা নদীর উপর স্থাপিত 'পাকশী ব্রীজ'। তার পাশেই আছে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ রেল সেতু 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ'। টোল প্লাজা থেকে নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করে আমরা চলছি পাকশী সেতুর উপর দিয়ে। একই সাথে অবলোকন করছি সেতুর ডান পাশে অদূরে অবস্থিত 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ'। সেটা স্থাপন করেছিল ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনামলে। রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে তেমন দেখা যাচ্ছিল না, তারপরেও 'পাকশী সেতু'র স্বল্প আলোয় যতটুকু দেখা গেল; তাতেই সোনামণিদের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। বাসায় গিয়ে একটু হলেও বলতে পারবে যে, আমরা 'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ' দেখে এসেছি।

'হার্ডিঞ্জ ব্রীজ' পার হতেই আমরা কুষ্টিয়া ঢুকে পড়লাম। কারণ এই সেতুর এক পার্শ্বে পাবনা আর অপর পার্শ্বে কুষ্টিয়া। একেই বলে দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের প্রবেশ পথ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাস ছুটে চলেছে, আর বাসের মধ্যে আমরা সোনামণিদের কাছ থেকে শুনছি ইসলামী জাগরণী। সত্যিই তাদের সুমধুর কণ্ঠ আমাদের বিমোহিত করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয আব্দুন নূর, আমি ও যহূরুল ইসলাম জাগরণী গেয়ে শুনাচ্ছিলাম। এভাবে চলছিল আমাদের সফর।

রাত গভীর হতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমরা এখন যশোরে অবস্থান করছি। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৩-টা ৩৭ মিনিট। এখানে বাস থামানো হয়েছে একটু ফ্রেশ হওয়ার জন্য। আর এ সময় বাস না থামালে দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ ড্রাইভার সারারাত গাড়ী চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ সময় তারা একটু গাড়ী থামিয়ে ফ্রেশ হয়ে চা-পানি পান করে, যার মাধ্যমে তাদের শরীরের সজীবতা ফিরে আসে। প্রায় ২৭ মিনিট পর আমাদের তিনটি বাস একযোগে ছাড়ল। গন্তব্যে পৌঁছাতে আরও সময়

লাগবে। তাই সবাই আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, তখন ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ৫-টা ৫৬ মিনিট। জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখি আমরা এখন ষাট গম্বুজ মসজিদের পাশে অবস্থান করছি।

এটা ছিল আমাদের সফরের অন্যতম স্পট। আমরা বাস থেকে নামতেই দেখলাম রাস্তার পাশে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। অনেকে ধারণা করছে এটিই মনে হয় ষাট গম্বুজ মসজিদ। সোনামণিরা একটু অনুৎসাহিত হয়ে পড়ল। কারণ এত ছোট মসজিদ কি করে ষাট গম্বুজ মসজিদ হয়। তারপর একটু সামনে চলতেই তারা বুঝতে পরল যে, এটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নয়। তাদের কাঙ্খিত ষাট গম্বুজ মসজিদ অপেক্ষা করছে প্রাচীরের ভিতরে। এখানে প্রবেশ করতে হলে প্রবেশ মূল্য দেওয়া লাগে। 'সোনামণি'র পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম টিকিট কাউন্টারে কথা বলে প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করলেন। এই সময়টা সোনামণিদের অনেক উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। তারা আনন্দের সাথে খুব দ্রুত প্রবেশ করল। কারণ এটির অপেক্ষায় তারা অনেক্ষণ যাবৎ ছিল। আমরা সেখানে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলাম।

ছালাত শেষে 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক রবীউল ইসলামের সঞ্চালনায় স্বল্প পরিসরে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বক্তব্যে তিনি বলেন, আল্লাহ স্রষ্টা এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহ-মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা ঠিক নয়। তাই তিনি ইমাম ছাহেবকে অত্র মসজিদ থেকে এটা উঠিয়ে দেওয়া জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ষাট গম্বুজ মসজিদের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মসজিদটির গায়ে কোন শিলালিপি নেই। তবে মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দেখলে এটি যে খান জাহান আলী নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধারণা করা হয় তিনি ১৫শ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে।

এ মসজিদটি ৮১টি গম্বুজ বিশিষ্ট। অথচ একে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয় তিনটি কারণে ১. এক লাইনে ১০টি খাম্বা ও ছয়টি লাইন আছে ৬×১০ = ৬০। এই খাম্বাকে ফারসী ভাষায় গম্বুজ বলে। ৬০টি স্তম্ভের কারণে ষাট গম্বুজ হয়েছে। ২. এই মসজিদের ছাদ নেই। তাই ছাদ গম্বুজ মসজিদ বলতে বলতে

ষাট গম্বুজ হয়েছে। ৩. এই মসজিদের ৭টি রোয়া আছে। রোয়া অর্থ সারি। এই ৭ সারি থেকে পরিবর্তন হয়ে ষাট হয়েছে। আর যেহেতু গম্বুজ বিশিষ্ট তাই ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয়।

তিনি সুন্দরভাবে ইতিহাস বলছিলেন যা শুনে সকল সোনামণি অত্যন্ত আনন্দিত হয়। পরিশেষে সহ-পরিচলাক ইমাম ছাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র পরিচিতি, দ্বি মাসিক সোনামণি প্রতিভা, জ্ঞানকোষ সহ অন্যন্য প্রচার পত্র তাঁর হাতে তুলে দেন। অতঃপর আমরা মসজিদের কারু কার্য দর্শন করি।

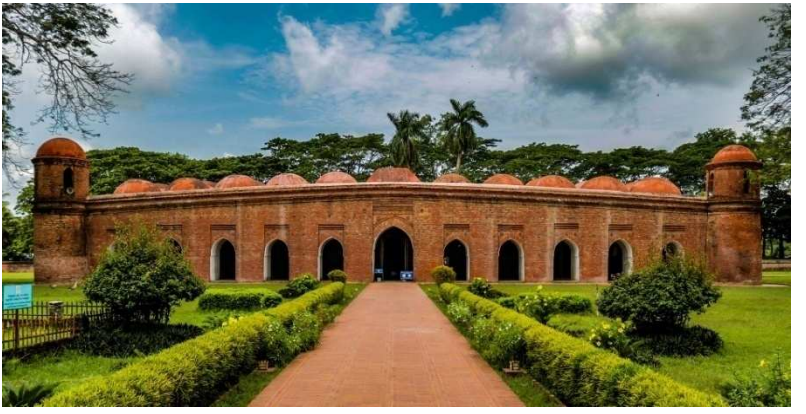

সত্যিই আকর্ষণীয়ভাবে খোদাই করা নকশা ও কারু কার্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে। মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের চার পাশের সৌন্দর্য ও ফুল গাছ দিয়ে সাজানো মনোরম পরিবেশ সোনামণিদেরকে বিমোহিত করে। সে সাথে শিশুদের খেলানা সোনামণিদের বাড়তি আনন্দ দেই। মসজিদের পশ্চিম পাশে থাকা দীঘিতে সুন্দর পদ্ম ফুল ফুটে আছে যা মনোমুগ্ধকর।

আমরা মসজিদের সৌন্দর্য অবলোকনের পর বের হয়ে আসলাম। অতঃপর বাস ছাড়ল খানজাহান আলী মাযারের উদ্দেশ্যে। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমরা সোনামণিদের বাস্তবে দেখাতে চাই আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষ কিভাবে মানুষের পূজা করছে। তা আবার জীবিত নয় মৃত। এ দৃশ্য দেখে সোনামণিরা শিরকের বাস্তব চিত্র অবলোকন করল এবং এ মহা অপরাধ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করেছেন তার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করল। এখানে সাতক্ষীরা যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই আমাদের সাথে যোগ দেন। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে সকালের নাশতা

করে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সে সময় ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯-টা ২ মিনিট। পথিমধ্যে কাটাখালি নামক জায়গায় আমাদের সাথে যুক্ত হন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মদ আযীযুর রহমান। তিনি ১নং বাসে উঠে বসলেন। বাস আবারও ছাড়ল, আমরা সকাল ১০-টা ২০ মিনিটে মোংলা বন্দরে পৌঁছাই। সেখানের পিকনিক স্পটে দুপুরের রান্নার কাজ বাবুর্চিরা আরম্ভ করে। এরই মধ্যে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে সাড়ে আট হাযার টাকায় ২টি ট্রলার ভাড়া করা হয়। ট্রলারে সোনামণিরা সুশৃঙ্খলা ভাবে উঠে বসল। ট্রলার ১১-টা ১৭ মিনিটে মোংলা ঘাট ত্যাগ করে সুন্দরবনের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়। সোনামণিদের অনেকেরই ট্রলারে নদী ভ্রমণ ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। ভয় আর আনন্দের মধ্য দিয়ে পানি পথে এই সফর ছিল সত্যিই অসাধারণ আত্মতৃপ্তির। নদীর মাঝে অনেক কার্গো রয়েছে। ছোট বড় অনেক জাহায। মাঝ নদী থেকে সুন্দরবন সত্যিই অসাধারণ লাগছিল যেন মনে হচ্ছে পানির উপরে এক ভাসমান সবুজ দ্বীপ। চারিদিকে সবুজের সমারোহ, সবুজের চাদরে আবৃত করে রেখেছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। ট্রলার সুন্দরবনের করমজল ঘাটে এসে থামলে আমরা নামলাম।

নামতেই দেখি কিছু বানরের ছোটাছুটি যেন মেজবানের বাড়ীতে মেহমান এসেছে। সোনামণিদের কাছে থাকা বাদাম তাদেরকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর বানেরেরা তাই নিয়ে ছোটাছুটি করছে। সুন্দরবনের ভিতরে ঢুকতে গেলে টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করে সোনামনিদেরকে নিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল একদল চিত্রা হরিণের। এখানে তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে করে ভ্রমণ পিয়াসি মানুষেরা তাদের সাথে মজা করতে পারে। হরিণের খাওয়ার জন্য ঘাস বিক্রয় হচ্ছে। তিন আটি ঘাস ১০ টাকা দরে। ঘাস হরিণের সামনে ধরতেই তারা কাছে চলে আসছে। হাত থেকে ঘাস খাচ্ছে। আমি হরিণের শিং এ হাত বুলালাম। খুবই ভালো লাগল। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর চলে গেলাম পাশে থাকা ছোট একটা মিউজিয়ামে। সেখানে একটি ডলফিনের কংকাল ও কিছু হাড়-হাড্ডি রাখা আছে। কুমির প্রজনন কেন্দ্র এখানে। একই সাথে মিষ্টি পানির কুমির ও লোনা পানির কুমিরের দেখা মিললো। ছোট-বড়, মাঝারি অনেক প্রকারের কুমির এখানে রয়েছে। আমরা প্রজনন কেন্দ্র থেকে কুমির দেখে সুন্দবনের মধ্যে তৈরীকৃত কাঠের রাস্তা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করি। যত ভিতরে প্রবেশ করি ততোই মুগ্ধ হই যেন সবুজের সমুদ্রে হারিয়ে যাচ্ছি। চোখে পড়ছে

কেওড়া, সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা আর নাম না জানা হরেক রকমের গাছের। চলতে চলতে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত ওয়াচ টাওয়ারের কাছে। টাওয়ারের উপর থেকে চোখ যত দূর যায় তত দূরে দেখা যায় সবুজের সমারোহ। সত্যিই অনেক চমৎকার। মনে হল সবুজের সমুদ্রের মাঝখানে জাহাযের উপর থেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু অবলোকন করছি। মনোমুগ্ধকর এ সবুজের সমরোহ চাক্ষুস না দেখলে অনুভব করা যাবে না। আমরা এভাবে বেশ কিছুক্ষণ সুন্দরবনের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করলাম। আমি কিছু কাঁকড়া ফল সংগ্রহ করলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর সুন্দরবনের করমজল পয়েন্ট অবস্থিত মসজিদে ছালাত আদায় করার জন্য যাই। সেখানে পুকুর থেকে ওযূ করে আমরা যোহর ও আছর ছালাত জমা কছর আদায় করি।

অতঃপর এখানে প্রায় এক ঘণ্টা সোনামণি বৈঠক করা হয়। সকলে আছে কি নাই এজন্য নাম ধরে ধরে ডেকে ঠিক করে নেওয়া হল। আমরা সবাইকে নিয়ে এক সাথে ঘাটে গেলাম। সেখানে ট্রলার রাখা আছে। অতঃপর ট্রলারে উঠে ২-টা ৯ মিনিটে মোংলার উদ্দেশ্য রওয়ানা হই। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সুন্দরবনের করমজল পয়েন্টের একজন দায়িত্বশীল। তিনি সুন্দরবন, বাঘ, হরিণ ও পশুপাখি নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। কেন্দ্রীয় পরিচালক ও সহ পরিচালক কিছু প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন। আমি সব কিছু ভিডিও করছিলাম কিন্তু সামান্য ভুলের কারণে সবকিছু ডিলিট হয়ে গেছে। তিনি বেশ কিছূ তথ্য আমাদের প্রদান করলেন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল যে, আমি বনকর্মকর্তার দায়িত্ব নেওয়ার পর কোনদিন পাখি শিকার করিনি বা পাখি মারিনি।

আমরা মোংলায় পৌঁছে দ্রুত খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলাম। তারপর এখানে নদীর পাড়ে একটু ঘোরাঘুরি করলাম। এরই মধ্যে বাবুর্চিরা রাতের খাবার প্রস্তুত করল। স্থানীয় মসজিদে আমরা মাগরিব ও এশার ছালাত জমা কছর করলাম। সন্ধ্যা ৭-টার পরে মোংলা থেকে রাজশাহী অভিমুখে যাত্রা করি। খুলনা জিরো পয়েন্ট এসে 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আমি ও যহূরুল ইসলাম বাস থেকে নেমে গেলাম। বাস চলছে, এর পরে রাতে যশোর আল্লাহ্র দান মসজিদে রাতে খাওয়ার জন্য বাস রাখা হল। খাওয়া শেষে আবারও বাস ছাড়ল। এভাবে পথ চলতে চলতে সফরের বাস ভোরবেলা রাজশাহী পৌঁছল। ফালিল্লাহিল হামদ!

কবিতা গুচ্ছ

সৃষ্টির মহিমা

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

আয় সোনামণি আয় দেখে যা
প্রভুর সৃষ্টির মহিমা,
বিছানার মতো সাজানো ভূমি
খুঁটিহীন বিশাল নীলিমা।
একটি সূর্য আলোকিত করে
এতো বড় পৃথিবী
চন্দ্রের আলো আর তারার মেলা
সোনামণি তোরা দেখবি?
পাহাড়-পর্বত আয় দেখে যা
দেখে যা সাগর নদী,
ভারসাম্যে ভরা প্রভুর সৃষ্টি
গতিশীল চলছে নিরবধি।
বন-বনানী আর পাখ-পাখালি
দেখে যা সোনামণি,
কত চেহারা লাখ লাখ প্রজাতির
প্রত্যেকের পৃথক ধ্বনি।
আয় সোনামণি আয় দেখে যা
মানুষের বুদ্ধি কত!
সৃষ্টি নিয়ে চলছে গবেষণা
ছুটছে মানুষ অবিরত।
রাতদিন আল্লাহ্‌র কত মহিমা
প্রতিক্ষণ সবার জীবনে,
দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান কত সৃষ্টি
দেখা মিলবে না এ জীবনে।

খাবার দাও

হাবীবুর রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ক্ষুধার্তকে খাবার
দাও গো
তোমার খাবার কমবে না
দরিদ্রকে সাহায্য কর
তোমার সম্পদ কমবে না।
সম্পদ হল আল্লাহ্‌র দান
সবার ভাগ্যে জোটে না
সম্পদ নিয়ে গর্ব করা
মুমিনের কাজ না।
সম্পদ হল পরীক্ষার বস্তু
মাথায় রেখো তবে
সঠিক পথে ব্যয় না হলে
মহা সর্বনাশ হবে!

কুরআনের জ্যোতি

তাসনীম তামান্না, দাখিল পরীক্ষার্থী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাহশাহী।

কুরআন হল আল্লাহ্‌র বাণী
শ্রেষ্ঠ অনুদান
দয়া করে দিলেন তিনি
এ জীবন বিধান।
কুরআন হল জীবন গড়ার
আলোকবর্তিকা,
কুরআন হল মুমিন জীবনের
শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশিকা।
আল্লাহ তুমি রহম কর
মানব জাতির প্রতি,
সবার হৃদয়ে দাওগো তুমি
আল-কুরআনের জ্যোতি।

বাংলাদেশের ঝরনা সমূহ

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

শুভলং ঝরনা

কর্ণফুলি নদীর পানি আর সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অনুভূতি পেতে চাইলে চলে যান রাঙ্গামাটির শুভলং ঝরনায়। নীল আকাশ, ফাঁকে ফাঁকে দুধ সাদা মেঘ। সবুজ পাহাড় আর নীল পানিরাশি দেখলে হারিয়ে যেতে চাইবে মন। বিকেলে সিঁদুর লাল আকাশ আর রাতে পূর্ণিমার চাঁদ পানিতে পড়লে মনে অন্যরকম আনন্দ দোলা দিবে। এসব মনোরম দৃশ্য দেখতে চাইলে আপনাকে রাঙ্গামাটি যেলার বরকল উপযেলায় আসতে হবে।

রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার ঘাট থেকে স্পিড বোট অথবা ট্রলার ভাড়া করে চলে যেতে পারেন শুভলং ঝরনায়। রাঙ্গামাটি যেলার বরকল উপযেলার

শিলার পাড়া এলাকায় সবচাইতে বড় ঝরনাটিই হচ্ছে শুভলং ঝরনা। যদিও অব্যবস্থাপনার কারণে জৌলুশ হারিয়ে ফেলেছে ঝরনাটি। তবে এই ঝরনায় যাওয়ার পথের বাংলার রূপ যে কাউকে মুগ্ধ করবে। শুভলং ঝরনায় যাওয়া পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই মুগ্ধ করবে যে মনে হবে বার বার ফিরে যাই কাপ্তাই লেকে। মাথার উপর ঝকঝকে নীল আকাশ, নীল পানিরাশি, সবুজ পাহাড়। আর পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। কাপ্তাই লেক ধরে শুভলং ঝরনায় যাওয়ার পথে দেখা যাবে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য। নদী থেকে মাছ তুলে জ্যান্ত মাছ ডিঙি নৌকায় ফেলছেন জেলেরা। আর পাহাড়ী মেয়েরা কাজ শেষ করে বৈঠা টানা নৌকা নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন কাপ্তাই লেক।

সূর্য যখন হেলে পড়তে থাকবে পশ্চিম আকাশের দিকে নীল পানি তখন আরও চিক চিক করবে। আর পাহাড় থেকে সবুজ গাছের গা বেয়ে মৃদু বাতাস এসে শরীরটাকে শীতল করে দেয়। আর বিকেলে যখন ফিরবেন তখন সিঁদুরে লাল আকাশ আপনাকে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। রাতের পূর্ণিমার চাঁদ যখন নদীর পানিতে পড়বে তখন অনুভূতি হবে অন্যকরম। এটা চোখে না দেখলে বর্ণনা করা কঠিন।

শুভলং ঝরনা যাওয়ার পথেই পড়বে বরকল উপযেলা। একটি পাহাড়ের উপরে বরকল উপযেলার অবস্থান। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বসবাস সেখানে। বরকল উপযেলায় চূড়ায় উঠলে দেখা যাবে পুরো পাহাড়ের দৃশ্য। নভেম্বর-ডিসেম্বরে এখানকার সৌন্দর্য আরও মুগ্ধ করে তোলে পর্যটকদের।

শুভলং ঝরণা একটু রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে এখান থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। শুভলং ঝরনা ছাড়াও এই পথে আরও বেশকিছু ঝরনা রয়েছে। এগুলোর পরিচিতি নেই বলে লোকমুখে শোনা যায় না। বরকল উপযেলা পেরিয়েই দেখা যায় একটি ঝরনা। অনেকেই এটাকে ঝিড়িঝিড়ি ঝরনা বলে থাকেন। তবে শুভলং ঝরনার চাইতে এই ঝরনায় পানি প্রবাহ অনেক বেশি।

মাছের কাঁটা

নূর জাহান, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক ছেলে কোন খাবার ভালো করে খায় না; বিশেষ করে মাছ ও সবজি। এই কারণে একদিন তার মা তাকে বকা দিল।

মা : রফীক তুমি কোন খাবারে এতো অনিহা দেখাবে না, বরং যা পাবে তাই খাবে।

ছেলে : ঠিক আছে মা।

একদিন রফীক মাছ খেতে খেতে তার মাকে ডাক দিল।

ছেলে : মা, মা ও মাগো!

মা : কী হয়ছে, ডাকছ কেন?

ছেলে : গলাই কাঁটা বেধেছে।

মা : তুমি কাঁটা ভালো করে বাছনি কেন?

ছেলে : তুমি তো বলেছিলে, যা পাবে তাই খাবে।

শিক্ষা : আগে কথা ভালো করে শুনবে ও বুঝবে তার পরে কাজ করবে।

গ্যারান্টি

মুহাম্মাদ লাবীব হোসাইন, ৮ম শ্রেণী
সাহারবাটী দাখিল মাদ্রাসা, গাংনী, মেহেরপুর।

(কাস্টমার ও দোকানদারের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে)

কাস্টমার : ভাই কাল আপনার দোকান থেকে বল কিনেছিলাম, সেই টাকা ফেরত দিন?

দোকানদার : টাকা ফেরত দেব কেন?

কাস্টমার : আপনিই তো বলেছিলেন ২ মাসের মধ্যে বলের কিছু হলে টাকা ফেরত।

দোকানদার : বলের কী হয়েছে?

কাস্টমার : বলটা হারিয়ে গিয়েছে।

শিক্ষা : বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করতে হবে।

সাধারণ জ্ঞান

❖ আল-কুরআন

১. পবিত্র কুরআনে কতটি পারা আছে?
উত্তর : ৩০টি।

২. পবিত্র কুরআনে সূরা সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১১৪টি।

৩. পবিত্র কুরআনে মনযিল সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৭টি।

৪. পবিত্র কুরআনে রুকূ সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৫৪০টি।

৫. পবিত্র কুরআনে আয়াত সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৬২০৪ থেকে ৬২৩৬টি *(কুরতুবী)*।

৬. পবিত্র কুরআনে শব্দ সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৭৭,৪৩৯টি *(কুরতুবী)*।

৭. পবিত্র কুরআনে বর্ণ সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৩,৪০,৭৫০টি *(কুরতুবী)*।

❖ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

৮. বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : বাংলাদেশে।

৯. বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কোনটি?
উত্তর : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

১০. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ১২০ কিলোমিটার।

১১. সাগর কন্যা' নামে পরিচিত কোন স্থান?
উত্তর : কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত।

১২. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : খেপুপাড়া, পটুয়াখালী।

১৩. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ১৮ কিলোমিটার (প্রস্থ ৩ কিলোমিটার)।

১৪. বাংলাদেশের একমাত্র কোন সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়?
উত্তর : কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত।

১৫. বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী কোনটি?
উত্তর : কক্সবাজার।

সংগঠন পরিক্রমা

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২রা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'র উপদেষ্টা নাজমুল আহসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমায়ের রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাসান মাহমূদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আরযুল ইসলাম শাফি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায সূর্যমুখী শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল। অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭)*।

শিশুর মেধা বিকাশে খাবারের ভূমিকা

বাচ্চাদের মেধা বিকাশে সহযোগিতা করা যায়। শুধু চিন্তিত হলেই চলবে না, আমাদের জানতে হবে কোন ধরনের খাবারগুলো মেধা বিকাশে সাহায্য করে। আমরা সব সময় চিন্তা করি, কোন চিকিৎসা দিয়ে এটা করা যায় কি না। এ ক্ষেত্রে সহজে পুষ্টিযোগ্য খাবার যোগান দিতে হবে।

শিশুর মেধা বিকাশে খাবারের ভূমিকা সম্পর্কে পুষ্টিবিদ আয়েশা ছিদ্দীকা বলেন, কিছু কিছু খাবার এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। যেমন :

মাছ : মাছে আছে প্রচুর ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ওমেগা থ্রি যা স্মৃতিশক্তি তৈরী করতে সাহায্য করে। এটি বাচ্চাদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্টে কাজ করে এবং যথেষ্ট স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে মাছে, যাকে বলা হয় ডিএইচএ (ডোকোসাহেক্সানোয়েক অ্যাসিড)। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি কাজ করে ডিএইচএ। আমরা সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ডিএইচএ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা যদি শিশুদের প্রতিদিনের খাবারে মাছের ভাগ রেখে থাকি, তাহলে ডিএইচ এর অভাব পূরণ করা যায়।

দই : প্রতিদিন যদি একবেলা অন্তত সন্তানকে দই খাওয়ানো হয়, তাহলে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বাচ্চাকে প্রাণবন্ত রাখে। বাদাম একটি অন্যতম খাবার। বিকেলে নাশতায় আমরা বাচ্চাদের বিভিন্ন ডেজার্ট আইটেমে বাদাম দিতে পারি। এতে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এটিও বাচ্চাদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের জন্য সাহায্য করে। জন্মের পর থেকে প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত আমরা যদি বাচ্চাদের প্রোটিন সমৃদ্ধ, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিনের মেন্যুতে রাখি, তাহলে বাচ্চাদের মেধা বিকাশে সহযোগিতা হয়।

সবজি ও ফল : যেগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, সে ফলগুলো যদি তাদের খাদ্যতালিকায় রাখি, যেমন : ব্লু বেরি বা স্ট্রবেরি; এগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ। এটা মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে থাকে। ড্রাই ফুডসে রয়েছে প্রচুর আয়রন। যেমন : চেরি, কিসমিস; বাচ্চাদের টিফিন ও ডেজার্ট আইটেমে আমরা কিসমিস দিতে পারি। আয়রন বাচ্চাকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে।

জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে মস্তিষ্কের বিকাশ হয়ে থাকে। এ সময়ে আমরা যদি পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার দিতে পারি তাহলে বাচ্চারা সহজে পড়ালেখা ভুলে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

ভাষা শিক্ষা

দুয়ে মিলে এক

আতীকুর রহমান, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

New	নতুন	Year	বছর	New Year	নববর্ষ
Little	ছোট	Book	বই	Little Book	পুস্তিকা
Copy	নকল	Book	বই	Copy Book	খাতা
Word	শব্দ	Book	বই	Word Book	শব্দকোষ
Me	আমাকে	Dal	ডাউল	Medal	পদক
Egg	ডিম	fruit	ফল	Eggfruit	বেগুন
Man	মানুষ	Go	যাওয়া	Mango	আম
Rose	গোলাপ	Apple	আপেল	Rose Apple	জামরুল
Flower	ফুল	Pot	পাত্র	Flower Pot	ফুলদানি
Young	যুবক	Plant	উদ্ভিদ	Young Plant	চারা
House	বাড়ি	Wife	স্ত্রী	Housewife	গৃহিনী
Door	দরজা	Mat	মাদুর	Door Mat	পাপোশ
Go	যাওয়া	Out	বাহিরে	Go Out	নিভা
Stay	অবস্থান করা	Far	দূরে	Stay Far	দূরে সরা
Go	যাওয়া	Down	নিচে	Go Down	ডুবে যাওয়া
Take	নেওয়া	Off	বন্ধ	Take Off	বিমানে উঠা
Fine	জরিমানা	Art	আঁকানো	Fine Art	চারুকলা

Contents

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো'আ করলেন। এরপর আমি বাড়ীতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোশাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন' *(মুসলিম হা/২৪৯১)*।

পরিবার হল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার যত আনুগত্যশীল ও পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল হবে, সমাজ ও রাষ্ট্র তত সুন্দর ও শান্তিময় হবে। পরিবার যত উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল হবে, সমাজ তত বিশৃংখল ও বিনষ্ট হবে। অতএব পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রাথমিক পারিবারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল সুন্দর সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সাথে সাথে পিতা-মাতাকেও আল্লাহভীরু এবং সন্তানের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য হতে হবে।

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

কুইজ

১. পিতা-মাতার সেবা করা কীসের চাইতে উত্তম?

উ:..

....

....

....

২. ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি কী বলেছিলেন?

উ:..

....

....

....

৩. তাবুকের যুদ্ধে ওছমান গণী (রাঃ) কত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসেন?

উ:..

....

৪. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কোন দো'আ পাঠ করতে হয়?

উ:..

....

....

....

....

৫. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত এবং মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা কত?

উ:..

....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে জুন ২০২১।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) কেবলমাত্র আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই (২) সকাল বেলা পেপার বিক্রি করতেন (৩) সত্তুর হাযার (৪) (ক) সময়মত উপস্থি হওয়া (খ) খাতা কলম সঙ্গে আনা (৫) ৩ লক্ষ কি.মি. (৬) একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও দ্বিতীয়টি মুনাফেকী থেকে মুক্তি (৭) মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে (৮) জান্নাতের পথ সহজ করে দেন (৯) ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১০) এরদোগান।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : শরীফুল ইসলাম, ৪র্থ (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : লাবীবা, ৭ম শ্রেণী (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : শহীদুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
সাহারবাটী দাখিল মাদ্রাসা
করমন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে)

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১১ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

সোনামণি প্রতিভা

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- যেলা ও দেশ পরিচিতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যাঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

লেখা আহ্বান :

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মূল্য ১৫ টাকা

৪৭তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২১

সার্বিক যোগাযোগ :
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭